বর্ষার দিনের সুখ ও দুঃখ
(সিডি১৪১ )

বাংলায় বর্ষা ঋতুর স্থায়িত্ব যেমন বেশি, তার প্রকোপও তেমনি বেশি। গ্রীষ্ম শেষ হতে না হতেই বর্ষাকাল এসে যায়। বাংলাদেশে বর্ষার স্থায়িত্ব মাত্র দুমাস - আষাঢ় ও শ্রাবণ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ দিক থেকে বৃষ্টি এসে যায়। ভাদ্র মাসেও একটানা বর্ষা হতে থাকে।

শ্যামল সুন্দর রূপ নিয়ে বর্ষা আসে বাংলার বুকে। প্রকৃতির রুক্ষতা ঘুচে যায়। প্রকৃতি সেজে ওঠে নতুন সাজে। কদম, করবী, যুঁই, দোপাটি ফুলে গাছ ভরে যায়। লাউ, কুমড়ো, ঝিঙে, ঢেঁড়স, পেয়ারা, আনারস আর শশায় বাজার ছেয়ে যায়। বর্ষার জলধারা বায়ুকে করে বিশুদ্ধ। ঝুলন , রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী এই সব উৎসব হয় বর্ষাকালে। বর্ষায় কৃষকেরা কর্মযজ্ঞে মেতে ওঠে। মাঠে মাঠে চাষ করে, বীজ বোনে, অপার আনন্দে তাদের মনপ্রাণ ভরে ওঠে। কিন্তু বর্ষায় গ্রামের মাঠ ঘাট পুকুর জলে ডুবে একাকার হয়ে যায়। গ্রামের পথ কাদা হয়ে যাওয়ায় যাতায়াতের খুব অসুবিধে হয়। তবু এই দুঃখ সুখের মাঝেই তো আনন্দ অনুভূতি। বর্ষায় অসুবিধে থাকা সত্ত্বেও গ্রামের মানুষ মনে প্রাণে তাকে উপভোগ করে। মাঝে মাঝে অতি বৃষ্টি বন্যা সৃষ্টি করে। তখন মানুষের দুর্দশার সীমা থাকে না। আবার অনাবৃষ্টি মানুষের দুঃখের কারণ হয়। তাই বর্ষা মানুষের কাছে সুখের হতে পারে আবার দুঃখেরও।

বর্ষাকালে শহরের রাস্তাঘাট জলে ভাসে। নর্দমার ময়লা আবর্জনা উঠে আসে পথের ওপর। কোথাও বা রাস্তা জলের নিচে ডুবে থাকে। পথ চলতি মানুষের হয়রানি হয়। নিত্য স্কুল যাত্রী বা অফিস যাত্রীদের কাছে বর্ষা দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। রাস্তা জলে-কাদায় প্যাচ প্যাচ করে। মাঝে মাঝেই গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে যায়, রাস্তায় জল জমে। শহরে যারা ফুটপাতে দিন কাটায় তাদের কাছে বর্ষা খুবই দুঃখের। রাতে শোবার জায়গা থাকে না। জামা-কাপড়-থালা-ঘটি-বাটি-বাচ্চা নিয়ে কোথায় যাবে ভেবে পায় না। বাচ্চারা ভিজে ঠক ঠক করে কাঁপে। কারোর গাড়ি-বারান্দা বা বাস স্টপের শেডের নিচে আশ্রয় নেয়। অনেক নিচু জায়গায় জল অনেক দিন ধরে জমে থাকে। কোলকাতার বেহালা-লেকটাউন অঞ্চল বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পরও প্রায়ই ডুবে থাকে। এইসময় জ্বর সর্দি কাশি পেটখারাপ হয়। সবজির দাম খুব বেড়ে যায়। বাজারে তেমন নানারকমের মাছও আসে না। কিন্তু ভোজন রসিক বাঙালির ইলিস মাছ অনেক আসে।

যাই হোক সব ঋতুর ভালমন্দ দিক আছে। দুঃখ আছে বলেই না সুখের অনুভূতি পাই। বর্ষার দিনে একলা বসে স্মৃতি রোমন্থন করি, বাড়ির সবার সাথে বসে মুড়ি তেলেভাজা খাই আর গল্প করি। তবে এরই মধ্যে জলেভাসা বানভাসি মানুষের কষ্ট মনকে ভারাক্রান্ত করে।

বর্ষা মানবজীবনের বহু আকাঙ্ক্ষিত একটা ঋতু। সুখ দুঃখের মাঝে বর্ষাকে আমরা নতুনভাবে জানি ও চিনি। বর্ষা আনন্দের মেঘদূত। বর্ষার এত ভীষণতা সত্ত্বেও তার আগমনের জন্যে অপেক্ষা করি সাগ্রহে। বর্ষা আমাদের জীবন ধারণের উৎস। আমাদের তৃষিত প্রাণের তৃষ্ণা মেটায়। প্রকৃতিকে শস্যশ্যামল করে। তাই অনেক অসুবিধা থাকলেও বর্ষাকাল আমাদের বাঁচার জন্যে একান্ত প্রয়োজন।

© আরকেড ইনফোটেক ২০১৫